দৈনিক সংবাদ

28 AUG 1988

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 3 ...

016

কেজি ও বেসরকারী স্কুলের পাঠ্যবই অনুমোদন প্রসংগে

গত ২১-৭-৮৮ তারিখে বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত কে,জি ও বেসরকারী পাঠ্য বইয়ের অনুমোদন সংক্রান্ত খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

আমরা জানি রাজধানী ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর বিকাশ হয়েছে মূলত: সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর নিম্নমান এবং অপ্রতুলতার কারণে। এই কেজি স্কুলগুলো না থাকলে দেশের বিপুল পরিমাণ শিশু কিশোরদের শিক্ষা বিকাশের পথ বিঘ্নিত হতো।

কে, জি স্কুলের পাঠ্য সূচীর জন্য বোর্ড হতে কেন ছাড়পত্র নিতে হবে তা আমাদের বোধগম্য হয় না। বোর্ড কি মনে করেন যে, কেজি স্কুলের শিক্ষকরা পাঠ্যসূচী তৈরীর জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। কে,জি স্কুলের পাঠ্যসূচী একটি আরেকটি হতে ভিন্ন তার প্রধান কারণ স্কুলের মান। স্কুলের মান অনুযায়ী শিক্ষকগণ পাঠ্য সূচী তৈরী করে থাকেন। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষকগণ সব সময়ই সচেতন থাকেন। কারণ শিক্ষার মান নীচে নেমে গেলে স্কুলেরও সুনাম নষ্ট হবে। এবং অভিভাবক ঐ সব স্কুলে তাদের শিশুদেরকে পড়াতে চাইবেন না। কোন কোন স্কুলে দেখা যায় যে, অনেক সময় ওপরের ক্লাসে বই শিক্ষকরা নীচের শ্রেণীতেও পড়ান। তার প্রধান কারণই হল শিক্ষার মান উন্নত করা। অবশ্য শিক্ষক তখন ছাত্রদের ধারণ ক্ষমতার দিকে নজর রাখেন।

একটি সরকারী প্রাথমিক